যায়যায়দিন

তারিখ ০6 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

কলেজ নেই ছাত্র নেই আছেন প্রিন্সিপাল আবুল কালাম

জশাহী অফিস

লেজ না থাকলে কি হবে, প্রিন্সিপাল বি্য তুলছেন তার বেতন-ভাতা। পদ াঙ্গিয়ে সুবিধা নিচ্ছেন নানাভাবে। এসব ভিযোগ পবা উপজেলার হাড়ুপুর লাকায় বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রগ্রেসিভ টিচার্স ্রইনিং কলেজের (বিএড কলেজ) ্সিপালের বিরুদ্ধে। এলাকাবাসী, বন্ধ লেজটির ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার, মিদাতাসহ যাদের সহযোগিতায় এক ময় কলেজটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তারাই সব অভিযোগ করেছেন।

রা জানান, ১৯৯৮ সালে চারজন দাতার ১ বিঘা জমি ও ১০ জনের কাছ থেকে ডানেশনের নগদ অর্থ নিয়ে প্রগ্রেসিভ চার্স ট্রেইনিং কলেজ (বিএড কলেজ) তিষ্ঠা হয়। অ্যাফিলিয়েশন পায় ন্যাশনাল উনিভার্সিটির। কলেজ প্রিন্সিপাল হন াবুল কালাম। ডোনেশনের টাকা নিয়ে বনও নির্মাণ হয়। বেশ কয়েক শিক্ষক না বেতনে অথবা নামমাত্র বেতনে কাজ রতে থাকেন। কিন্তু দাড়াতে পারেনি লেজটি। ২০০৩ সালের পর থেকে কানো শিক্ষার্থীই ভর্তি হয়নি। শিক্ষকরাও লেজ ছেড়ে চলে যান। তাদের দেয়া শ্রম । সহযোগিতা বিফলে যায়। ক্ষুব্ধ ও রক্ত হয়ে পড়েন দাতা সদস্যরা। এ জন্য য়ী করা হয় প্রিন্সিপালের অযোগ্যতাকে। ষ পর্যন্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কলেজ রিচালনা পরিষদ, জমিদাতা, অনুদানদাতা এবং এলাকাবাসী মিলে ২০০৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর একটি সাধারণ মিটিং করেন। ওই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়, ৩১ ডিসেম্বর থেকে কলেজের সব কার্যক্রম বন্ধ রাখার এবং পরিত্যক্ত ভবনে একটি মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করার। ২০০৭ সালে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে এবং পরের বছর থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি ও নিয়ম অনুযায়ী কার্যক্রম চালানোর জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে হাড়ুপুর প্রগতিশীল একাডেমি গঠন ও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

ওই মিটিংয়ের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের কারণে প্রগ্রেসিভ টিচার্স ট্রেইনিং কলেজ চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, কলেজটি জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষার্থী সঙ্কটে ভুগছে। এমনকি ২০০৩ সাল থেকে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। ফলে শিক্ষক-কর্মচারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি এবং নয় বছর ধরে তারা কোনো বেতন-ভাতা পায়নি। তাই কলেজটি বন্ধ করে হাই স্কুল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কলেজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নব গঠিত প্রগতিশীল একাডেমির নামে হস্তান্তর করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু এক বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও কলেজের প্রিন্সিপাল আবুল কালাম তা হস্তান্তর করেনি। বরং নানা অজুহাত ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে প্রগতিশীল একাডেমির শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসী।

দুর্নীতি

এদিকে কলেজ বন্ধ হয়ে গেলেও আবুল কালাম নিজেকে ঠিকই প্রিন্সিপাল হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এ পদ ভাঙ্গিয়ে তিনি ব্যক্তিগত ফায়দা লুটছেন বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। আবুল কালাম এর আগে পুঠিয়ার লস্করপুর ডিগ্রি কলেজে লেকচারার হিসেবে চাকরি করেন। কিন্তু বিভিন্ন অভিযোগে চাকরিচ্যুত হন তিনি। চাকরি হারিয়ে বিএড কলেজের প্রিন্সিপাল হন। নিজের স্ত্রীকেও বানিয়ে নেন একই কলেজের লেকচারার। তিনি একজন হোমিও চিকিৎসকও। বর্তমানে এ কলেজটিও বন্ধ হয়ে গেলে তিনি তার কাঠালবাড়িয়ার হোমিও চেম্বারকে প্রিন্সিপালের দফতর দেখিয়ে কলেজের ফান্ডে থাকা টাকা ইচ্ছামতো ব্যবহার করে চলেছেন।

উল্লেখ্য, কলেজ অ্যাফিলিয়েশন পেতে হলে ৮০ হাজার টাকা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক একাউন্টে রাখতে হয়। এ টাকা তিনি খরচ করছেন বলে জানা গেছে। তিনি প্রিন্সিপাল থাকার চেষ্টা কেন করছেন- এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গিয়ে জানা গেল চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রিন্সিপাল পদের পরিচয় ব্যবহার করে তিনি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ পান। এখন স্বামী-স্ত্রী মিলে খাতা দেখতে পারছেন। কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে মাসিক বেতন কেটে চলেছেন। হোমিও চেম্বারের ঘর ভাড়া নিচ্ছেন প্রিন্সিপাল দফতর হিসেবে।

এ ব্যাপারে বিলুপ্ত প্রগ্রেসিভ টিচার্স ট্রেইনিং কলেজের প্রিন্সিপাল আবুল কালামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মোটেও সত্য নয়। জমির কাগজপত্র হস্তান্তরের বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। যে কারণে তা দেয়া হয়নি।

এছাড়া কলেজের জন্য যারা জমি দিয়েছেন তারা সে জমি স্কুলকে দেয়ার বিষয়ে কোনো ধরনের চিঠি দিয়ে সম্মতি জানাননি। শুধু তাই নয়, কলেজ পরিচালনা পরিষদ প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের ব্যাপারেও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে তিনি দাবি করেন। তিনি আরো জানান, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করার ব্যাপারে নির্দেশ এসেছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত পাঠদানের অনুমোদন রয়েছে তার কলেজের। বরং প্রগতিশীল একাডেমিই অবৈধভাবে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে তিনি কলেজ ভবন বাদ দিয়ে তার হোমিও চেম্বারকে কেন প্রিন্সিপালের চেম্বার বানালেন তার কোনো উত্তর দেননি।